পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ২৭শ বর্ষ : ২২ সংখ্যা

১লা বৈশাখ, ১৩৮০ বাংলা : ১৫ই এপ্রিল, ১৯৭৪ ইং : ২১শে রবিউল আওয়াল, ১৩৯৪ হিঃ কাঃ

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১০·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

আহ্‌মদী

২৭শ বর্ষ
২২ সংখ্যা

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
০ উদ্বোধনী বক্তৃতা	১	হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আই:) অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর বাঃ আঃ আঃ
০ শত বার্ষিকী আহ্‌মদীয়া জুবিলী পরিকল্পনা সম্পর্কে হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ)-এর গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা	৬	হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ সাহেব ও মৌঃ মাহবুর রহমান
০ তোহ্‌ফাতুন নদওয়া (বঙ্গানুবাদ)	১১	হযরত মসিহ মওউদ ইমাম মাহদী (আঃ) অনুবাধ : মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর বাঃ আঃ আঃ
০ বাংলাদেশ আঞ্জুমনে আহমকীয়ার ৫১তম সালানা জলসা উদযাপিত	১২	মোঃ আবদুস সাত্তার
০ সালানা জলসার কয়েকটি ঈমানবর্দ্ধক চিত্র		

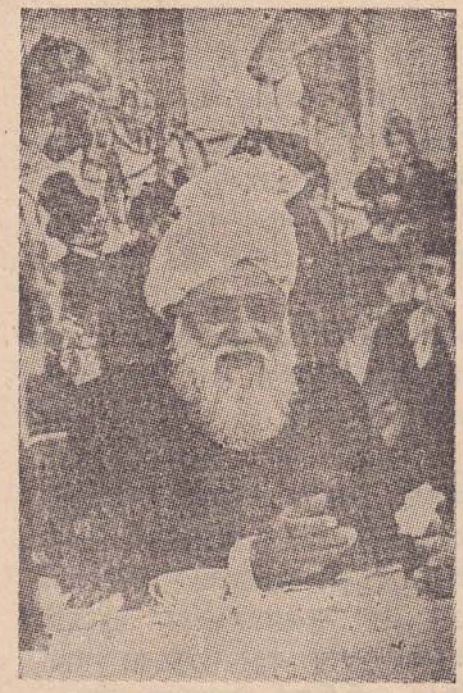

উদ্বোধনী বক্তৃতা

হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তোমরা নিজ জান, সন্তান-সন্ততি এবং মাল খোদাতায়ালার রাস্তায় কুরবানীর জন্য পেশ করিয়া দাও।

ইসলামের শেষ সংগ্রাম হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মহান রুহানী পুত্র প্রতিশ্রুত মাহদী (আঃ) এর দ্বারা বিজিত হইবে।

জামাতে আহমদীয়ার ৮১তম সালানা জলসার উপলক্ষে গত ১৯৭৩ সালের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে রবওয়া মোকামে প্রদত্ত উদ্বোধনী বক্তৃতা।

ربنا اننا سمعنا مناديا ينادى للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ○

ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد ○ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ○

(সুরা আলে-এমরান, ৯৪-৯৫ আয়াত)

(সুরা আরাফ, ৯০ আয়াত)

হে হযরত নবী আকরাম (সাঃ)-এর প্রেমিকগণ! পাশ্চাত্যের অন্ধকার রাশি ভেদ করিয়া তোমরা আত্মভোলা হইয়া খোদাতায়ালার নামকে উচ্চ করিতে এবং তাঁহার তৌহীদকে কায়েম করিতে সচেষ্ট রহিয়াছ। আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুল হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর সালাম তোমাদের উপর।

হে ইসলামের জন্য আত্মোৎসর্গকারীগণ! তোমরা ঘুমন্ত উদয়াচলের গগনভেদী! তোমরা ইসলাম প্রচারের জন্য হাজার হাজার মাইল পরিভ্রমণ করিয়া দূর দূরান্তরে অবস্থিত দ্বীপ সমূহে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)

এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক পুত্র হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর পয়গাম পৌঁছাইতেছ। তোমাদের উপর সালাম আল্লাহ্ এবং রসুলের।

উত্তরে হিমেল হাওয়াকে উপেক্ষা করিয়া উত্তর দেশের উচ্চতা সমূহের দিকে পতঙ্গের ন্যায় উড়িয়া গিয়া, ঐ সকল জাতিকে মহিমান্বিত খোদার পয়গাম পৌছাইতেছ, যাহারা জড় উচ্চতাসমূহকে জয় করিয়াছে, কিন্তু আধ্যাত্মিক উচ্চতা হইতে আজও বঞ্চিত এবং গাফেল রহিয়াছে। তোমাদের উপর আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুল মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর সালাম।

হে, ঐ সকল লোক! যাহারা যমীনের দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়া কুরআন করীমের মাহাত্মকে জণগণের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট, তোমরা কুরআন করীমের মহান আশিস সমূহের ওয়ারিস হও এবং ইসলাম, ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠাতাকে প্রেরণকারী-খোদার সালাম তোমাদের উপর!

হে আমাদের রব! আমরা এমন এক আহ্বান শুনিয়াছি, যাহা অতিব মধুর এবং প্রেমপূর্ণ। ইসলামের জন্য দরদ ও সহানুভূতি ভরপুর! ইহা সেই ডাক, যাহা আমাদিগকে বলিতেছে, আমি খোদার নিকট হইতে আসিয়াছি এবং তোমাদিগকে খোদার নিকট লইয়া যাইতে আসিয়াছি। ইহা সেই ডাক, যাহা আমাদিগকে অন্তর্দৃষ্টির জ্যোতিঃ দিয়াছে, যাহা ইসলামের দ্বারা লাভ হয়। ইহা সেই আওয়ায, যাহা আমাদের হৃদয়ে সত্যকার তৌহীদ এবং রসুল (সাঃ)-এর মাহাত্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ইহা সেই মনোমুগ্ধকর ধ্বনী, যাহা আমাদিগকে দিব্যদৃষ্টি সম্বলিত একীন দিয়াছে এবং আমাদিগকে এই ঈমানে কায়েম করিয়াছে যে কুরআন করীম আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট হইতে কেবল আখেরী শরীয়তই নহে, বরং এক কামেল এবং পূর্ণ হেদায়েত গ্রন্থ। মানবজাতির পরিত্রানের সকল পথ এই উৎস হইতে বাহির হয়। খোদাতায়ালার দিকে পৌঁছাইবার প্রত্যেক পথ কুরআন করীমের নূর হইতে জ্যোতির্ময় হইয়া খোদাতায়ালার দিকে লইয়া যায়। আমরা এই আহ্বানকে শুনিয়াছি, আমরা এই ঘোষনায় ঈমান আনিয়াছি, আমরা এই তত্বকে উপলব্ধি করিয়াছি এবং এই সত্যকে জানিয়াছি যে আল্লাহ্ তায়ালা আসমানে এই ফায়সালা করিয়াছেন যে, ইসলামের শেষ সংগ্রাম হযরত মুহাম্মাদ রসুল (সাঃ)-এর মহান রুহানী পুত্রের দ্বারা বিজিত হইবে। শেষ বিজয় ইসলামের হইবে। সকল শয়তানী শক্তি পরাভূত হইবে। ইসলামের সূর্য সারা দুনিয়াকে নিজ আবেষ্টনে বাঁধিয়া ফেলিবে এবং প্রত্যেক দেশে হযরত মোহাম্মাদ রসুল (সাঃ)-এর ঝাণ্ডা উচ্চে উড্ডীন হইবে। বাকী সকল ঝাণ্ডা নতশীর হইয়া যাইবে।

এই সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এই সংগ্রামে জয়লাভ করিবার জন্য আমাদিগকে আদেশ করা হইয়াছে যে, তোমরা নিজেদের জান মাল এবং আওলাদকে অর্থাৎ এক কথায় তোমাদের বলিতে যাহা কিছু আছে, যেগুলির মালিক তোমরা নিজদিগকে মনে কর, এ সকলই তোমরা খোদার রাস্তায় কুরবানী করিয়া দাও, যেন খোদার তৌহীদ এবং আঁ হযরত (সাঃ)-এর মাহাত্ম মানব জাতির হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়।

এই আওয়াযকে শুনিয়া ইহাতে সাড়া দিয়া আমরা এক ঝাণ্ডার নীচে একত্রিত হইয়াছি। কিন্তু হে আমাদের রব। আমরা কমজোর; আমাদের প্রকৃতিতে কমজোরী রহিয়াছে, আমাদের গফলতের জন্যও আমাদের দ্বারা কমজোরী ও পাপ অনুষ্ঠিত হইয়া যায়। তুমি আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা কর। হে আমাদের মালেক এবং সৃষ্টিকর্তা খোদা! তুমি আপন ফযলে নিজ ফেরেস্তাদের দ্বারা এমন উপকরণের সৃষ্টি কর, যেন আমরা পাপ, অমনযোগীতা, শৈথিল্য এবং ত্রুটি বিচ্যুতি সমূহ হইতে সদা বাঁচিয়া থাকিতে পারি। যদি কখনও আমাদের পক্ষ হইতে মানবীয় কমজোরীর ফলে অমনযোগীতা ও পাপ অনুষ্ঠিত হইয়া যায়, তাহা হইলে হে আমাদের প্রিয় রব! তুমি আমাদিগকে আমাদিগের অমনোযোগীতা ও পাপের মন্দ ফল হইতে রক্ষা কর এবং তুমি আমাদিগকে তোমার পথে এমন প্রকার ও এমন পরিমাণে নেকী করার তৌফিক দাও, যেন এমন হয় যে, আমরা যেন কখনও পাপ করি নাই। কারণ নেকী সমূহ পাপ সমূহকে বিলুপ্ত করিয়া দেয়।

হে আমার রব! যখন আমরা সেই ডাকে সাড়া দিয়া সকল ধর্মাবলম্বীগণকে তোমার দিকে ডাকিতে আরম্ভ করিলাম তখন স্বাভাবিকভাবে বিরুদ্ধবাদীগণ ক্রোধান্বিত হইল। কারণ তাহারা দেখিতে পাইল যে, এখন ভালবাসা ও দলীল দ্বারা, আঁ-হুযরত (সাঃ) এর পবিত্রকরন শক্তির ফলে এবং তাঁহার রুহানী পুত্রের উপর অবতরণশীল নিদর্শন সমূহের দ্বারা সকল ধর্ম মুছিয়া যাইবে।

উহা এইরূপে হইবে যে, সকল ধর্মের মতাবলম্বীগণ ইসলামের ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিবে। যাহাদের সরদারী চলিয়া যাইবার আশঙ্কা ছিল বা যাহাদের নেতৃত্বে আঘাত পড়িতেছিল অথবা এই আহ্বানে সাড়া দিলে, যাহাদের রোজগার নষ্ট হইবার ভয় দেখা দিয়াছিল (কারণ তাহারা বিশ্বের প্রতিপালকের উপর সত্যকার ঈমান আনে নাই) তাহারা সকলে ঐ আহ্বানকে দমন করিবার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করিয়াছিল এমন কি সারা দুনিয়া এক জোট হইয়া গিয়াছিল যেন এই ডাক বাড়িতে না শারে। পূর্ব এবং পশ্চিমের শক্তি সমূহ এবং দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা ধনী রাজ্যগুলি এই ডাককে দমন করিবার জন্য একত্রিত হইয়া গিয়াছিল। সেই সব লোক, যাহারা প্রভাবশালী ছিল এবং মনে করিত যে, সারা দুনিয়া তাহাদের মুঠার মধ্যে, তাহারা এই একা একটি ডরকের বিরুদ্ধে গা ঝাড়া দিয়া খাড়া হইয়াছিল। মোট কথা দুনিয়ার সকল সম্পদ, সকল প্রভাব, সকল শক্তি, সকল অস্ত্র, এবং জনগণের সর্ব প্রকার পরিকল্পনা, তাহাদের বিদ্যা, তাহাদের দর্শন, তাহাদের বিজ্ঞান এবং তাহাদের আবিষ্কার সমূহ এই একক ডাককে, যাহা অদ্য হইতে ৮০। ৮৫ বৎসর পূর্বে সর্ব প্রথম দুনিয়ায় ঘোষিত হইয়াছিল, উহাকে দমন করিবার জন্য একত্রিত

হইয়াছিল। কিন্তু সেই একটি মাত্র ডাক অদ্য লক্ষ লক্ষ মানব কণ্ঠে ধ্বনীত হইয়া সারা গগণ মণ্ডলকে মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহার জন্য সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার।

হে আমাদের রব। আমরা এই সকল ঘটনার মধ্যে তোমার প্রভাবশালী শক্তির প্রকাশ দেখিয়াছি এবং আমরা এই একীনে কায়েম হইয়াছি যে, যাহারা তোমাকে জড়াইয়া ধরে, তাহারাই সব কিছু পায় এবং যাহারা তোমার নিকট হইতে দূরে থাকে তাহাদের জন্য বিনাশ রহিয়াছে। হে, আমাদের রব। আমরা তোমার দীনহীন অধম দাস। আমরা তোমার কমজোর এবং অসহায় বান্দা। আমরা তোমার সহায় সম্বলহীন বান্দা! আমরা তোমার শক্তিহীন ও সম্পদহীন বান্দা! আমরা তোমার চরণ যুগল ধরিয়া তোমার ডাকে সাড়া দিয়া ইসলামকে জয়যুক্ত করিবার কাজে ব্রতী হইয়াছি। হে খোদা! তুমি আমাদের নগন্য চেষ্টার স্বল্পতা ও কমজোরীর দিকে তাকাইও না। আমাদের সেই অনুভূতি সমূহকে দেখ, হেগুলি আমাদের অন্তরের মধ্যে সমুদ্রের ন্যায় উত্তাল। প্রতি মুহূর্তে আমাদের হৃদয় এই চিন্তায় উদ্বেল যে, কেমন করিয়া তোমার বান্দাগণ শীঘ্র তোমার কোলে ফিরিয়া আসিবে। তাহারা যেন এক মূহূর্তের জন্যও শয়তানের কোলে না থাকে। হে খোদা! তুমি আমাদের প্রচেষ্টায় বরকত দাও এবং আকাশ হইতে ফেরেস্তা অবতীর্ণ করিয়া আমাদিগকে সাহায্য কর। আমাদিগকে শারীরিক সুস্থতাও দাও এবং আমাদিগের অন্তরে স্বীয় ভালবাসার সেই উত্তাপ সৃষ্টি কর, যাহা উহার মধ্যস্থিত ঘন কুয়াসাকে, শৈত্যর হীম প্রবাহকে এবং জলীয় বাষ্প এবং ইহার মন্দ প্রভাবকে মিটাইয়া নিঃশেষ করিয়া দেয়। হে খোদা! তোমার ভালবাসার উত্তাপ আমাদের অস্তিত্বের উষ্ণতাকে রক্ষা করুক এবং আমাদের আমলের ধারাকে সদা সচল রাখার তৌফিক দিক, যেন দুনিয়াও ইহা বুঝিয়া লয়, জানিয়া লয় এবং চিনিয়া লয় যে, আমাদের রব এবং তাহাদিগের রব জামাতে অহমদীয়ার সঙ্গে রহিয়াছে এবং তাহারা তাঁহার সাহায্যে-প্রাপ্ত এবং আকাশ হইতে তাঁহার ফেরেস্তাগণ তাহাদিগের সাহায্যার্থে অবতীর্ণ হয় এবং দুনিয়া যেন এ কথাও উপলব্ধি করিতে পারে যে, আকাশে যে ফয়সালা হইয়া গিয়াছে উহাকে রদ করিবার কোন শক্তি দুনিয়ায় নাই।

সুতরাং আমাদিগের দোওয়া এই যে, আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগের নগণ্য প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আল্লাহ্‌তায়ালা স্বীয় ফযলে আমাদের চেষ্টা, আমাদের কুরবানী, আমাদিগের দীনতা, যাহা স্বচ্ছ নিয়তে জামাতে আহমদীয়া এবং জামাতের ব্যক্তিবর্গ তাঁহার সমীপে পেশ করে, উহা যেন তিনি কবুল করেন এবং দীন ও দুনিয়ার বরকত সমূহে আমাদিগের ঘর ভরিয়া দেন। হে খোদা! যে ভাবে আমাদিগের হৃদয়ে তুমি তোমার ভালবাসার

প্রদীপকে সমুজ্জ্বল করিয়াছ সেই ভাবে তুমি আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের অন্তরেও স্বীয় ভালবাসার এরূপ উত্তাপের সৃষ্টি কর, যেন উহা বাকী সকল বস্তুকে জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া দেয়। আল্লাহ্ ছাড়া আমাদিগের এবং আমাদিগের বংশধরগণের মনযোগকে কোন বস্তু যেন তাহার দিকে আকর্ষণ না করে। যখন তোমার আহ্বানে সাড়া দিয়া আমরা স্ব স্ব গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হই, তখন হে আমার রব! তুমি আমাদের হাফেয এবং নাসের হও, রক্ষাকারী ও সাহায্যকারী হও, এবং যাহাদিগকে আমরা পিছনে ঘরে ছাড়িয়া আসি, তাহাদিগকেও তুমি নিরাপদে রাখ। আমরা তোমার দুর্বল বান্দা। তুমি আপন ফযলে আমাদের সকলের নিরাপত্তা, স্বচ্ছলতা এবং মঙ্গলের উপকরণ সৃষ্টি করিয়া দাও।

দোওয়া আজিকার জগতের এবং চলমান যুগের একই; বাকী সব অনুসাঙ্গিক এবং সেই দোওয়া এই যে—হে আমাদের রব! তুমি ইসলামের শেষ প্রাধান্যের এবং হযরত মোহাম্মাদ রসুল (সাঃ)-এর ভালবাসা দুনিয়ার সকল অধিবাসীর হৃদয়ে সৃষ্টি হওয়ার এবং সকল ঘরে তৌহীদের ঝাণ্ডা উড্ডীন হওয়ার যে সব সুসংবাদ দিয়াছ, হে আমার প্রিয় রব্বে করীম! তুমি স্বীয় ফযলে এরূপ উপকরণের সৃষ্টি কর, যাহাতে এই সব সুসংবাদ আমাদের জীবদ্দশাতেই পূর্ণ হইয়া যায় এবং আমরা যখন ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিব, তখন যেন আমাদের হৃদয় এই আনন্দে বিভোর থাকে যে, আমাদের কমজোর স্কন্ধে যে কর্তব্যভার ন্যাস্ত করা হইয়াছিল, সেই কর্তব্য আমরা তোমারই তৌফিকে, হে আমাদের মওলা! তোমার সন্তোষ অনুযায়ী সম্পাদিত করিয়া দিয়াছি। হে খোদা! তুমি এই রূপই কর!

আল্লাহুম্মা আমীন! আল্লাহুম্মা আমীন!!
আল্লাহুম্মা আমীন!!!

এস এখন আমরা দোওয়া করি!

(হুজুর (আইঃ)-এর ভাষণ এবং এজতেমায়ী দোওয়ার দ্বারা সালানা জলসার উদ্বোধন হয়।)

অনুবাদঃ মৌঃ মোহাম্মাদ।

গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ

হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)

হযরত মোসলেহে মওউদ (রাঃ)-এর ইচ্ছা ছিল জামাত যেন শত বার্ষিকী উৎসব পালন করে। জামাত প্রতিষ্ঠার পর অত্যন্ত সাফল্যের সহিত শত বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহতায়ালার গুণ কীর্তন কর

এবং

আগামী শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবী ব্যাপীয়া ইসলামের বিজয়ের সংকল্প কর।

অবিরাম দোওয়া ও কুরবাণীর এক মহান পরিকল্পনা

রাবওয়ায় হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেছ (আইঃ)-এর ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৭৩-এর সালানা জলসায় প্রদত্ত ভাষণ।

তাশাহুদ, তাউজ ও সুরা ফাতেহা তেলাওয়াতের পর হুজুর (আইঃ) বলেন, হযরত মোসলেহে মওউদ (রাঃ)-এর ইচ্ছা ছিল যে, জামাত শতবার্ষিকী উৎসব উদযাপন করিবে অর্থাৎ ঐ সকল ব্যক্তি যাহারা জামাত প্রতিষ্ঠার ১০০ বা ১০১ বৎসর দেখিবে, তাহারা শতবার্ষিকী উৎসব পালন করিবে এবং আমিও এই ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছি যে,

শত বার্ষিকী উৎসব পালন করুন।

আমার মনে এই ইচ্ছার উদ্রেক হইয়াছে। আমি অত্যাধিক দোওয়া ও গবেষনার পর আহমদীয়া জামাতের ইতিহাস হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, আগামী শতাব্দী পূর্ণ হওয়ার যে কয়েক বৎসর বাকী রহিয়াছে, উহা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই মধ্যবর্তী সময়ে আমাদের পক্ষ হইতে এমন চেষ্টা হওয়া চাই ও আমাদের দ্বারা এত অধিক দোওয়া আল্লাহতায়ালার দরবারে হওয়া চাই যে,

আল্লাহতায়ালার করুণাবারী আমাদের প্রচেষ্টাকে সফলতা দান করুন এবং যখন এই শতাব্দী অতিবাহিত হইয়া যাইবে এবং আমরা শতবার্ষিকী উৎসব পালন করিব, তখন যেন দুনিয়ার অবস্থা আমাদের আশানুরূপ হয় এবং যে ভাবে আল্লাহতায়ালা চাহিয়াছেন এই জামাত যেন তাঁহার সমীপে কুরবানী পেশ করিয়াই ইসলাম র বিজয়ের এরূপ উপকরণ সৃষ্টি করিয়া দেয়, যাহা তাঁহার করুণা তাঁহার দেওয়া জ্ঞান, তাঁহার প্রদর্শিত পথ ও

উপলব্ধি এবং তাঁহার পরিকল্পনা মোতাবেক হয়। ফলে ঐ সকল ব্যক্তি ইসলামের প্রতি যাহাদের কোন আকর্ষণ নাই, তাহারাও যেন বুঝিতে পারে যে, আজ ইসলামের বিজয়ের আর কিছু বাকী নাই।

চরম প্রচেষ্টা চলতি দিন এবং চলতি সাল, আমাদের কাছে ইহাই চায় যে, আমরা যেন ইসলামের উন্নতির জন্য অনেক কিছু চিন্তা ও কার্য করি। আমি বুঝিতেছি যে, আমাদের সকলকে মিলিয়া মিশিয়া অনেক কিছু করিতে হইবে।

সুতরাং এ কথা চিন্তা করিয়া যে আজ হইতে ষোল বৎসর পরে তথা, যখন হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার আবির্ভাবের পর প্রথম বয়াত নেন এবং সাধু ও সৎকর্মশীলগণের এক ক্ষুদ্র জামাত তৈরী করেন, এক শত বৎসর পার হইয়া ২৩শে মার্চ ১৯৮৯ সালে পৌঁছিবে, তখন এই জামাতের প্রতিষ্ঠার পুরা এক শতাব্দী পার হইয়া যাইবে। সুতরাং আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে, আমাদের এমন কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিৎ যাহাতে চলতি শতাব্দী শেষের উৎসব উদযাপনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা যায়। কিন্তু যেহেতু আমি বুঝিতেছি যে, ১৯৮৯ সালটি বড়ই গুরুত্ব পূর্ণ বৎসর হইবে, সেই জন্য আমার মন শতবার্ষিকী উৎসব পালনের জন্য তেমন যায় নাই, যেরূপ দ্বিতীয় শতাব্দীর আগমনী সম্বর্ধনার জন্য গিয়াছে। এই জন্য যখন আমার এই খেয়াল হইল, তখন আল্লাহ্তায়ালা এই চিন্তাধারায় আমার জন্য বহু বরকতের উপকরণ সৃষ্টি করিয়া দিলেন। আমি চিন্তা করিলাম যে, ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমনের যে ভবিষ্যদ্বাণী কুরআন করীমে ও রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বাণীর মধ্যে এবং সোলাহায়ে উম্মতের পুস্তকাদির মধ্যে আমি দেখিয়াছি যে, কোন যামানায় ইমাম মাহদী (আঃ) আসিবেন, যিনি আল্লাহ্তালার প্রিয় হইবেন এবং হযরত মোহাম্মাদ (দঃ)-এর নির্দেশিত হইবেন এবং সেই জামানার কি কি লক্ষণ হইবে, যাহার মধ্যে ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের প্রয়োজন এবং সোলাহার দৃষ্টিতে ইমাম মাহদীর মোকাম কি ও রসুল করীম (সাঃ)-এর পবিত্র হৃদয়ে তাঁহার কি মোকাম এবং—

মহাগ্রন্থ কুরআন আজীমে—

তাঁহার কি মোকাম বর্ণিত হইয়াছে এবং আমি যখন এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলাম, তখন এমন এক বড় মজমুন আমার সম্মুখে আসিল যে, উহা এক জলসার বক্তৃতায় বর্ণনা করিয়া শেষ করা অসম্ভব। অতঃপর আমি চেষ্টা করিলাম যে, ইহাকে সংক্ষেপ করি, কিন্তু তাহাতে আমি ব্যর্থ হইলাম, যেহেতু বিষয়টিকে সংক্ষেপ করার পরও সারাংশ যাহা দাড়াইল, উহা বর্ণনা করিতে আট ঘণ্টা বক্তৃতার প্রয়োজন। অতঃপর আমি বুঝিলাম যে, ইহা আল্লারই ইচ্ছা যে এককালীন সব কথা আমার জ্ঞানগোচর হউক এবং আমি কথাগুলি

ভূমিকা স্বরূপ ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করিতে থাকি এবং কোন উপযুক্ত সময়ে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করি। কুরআন করীম ও হাদিসে রসুল (সাঃ) হইতে সোলাহা লিখিত পুস্তক ও ইরশাদ সমূহ হইতে আমরা এই সন্ধান পাই যে, সোলাহা রসুলে করীম (সাঃ)-এর ইরশাদ (যাহা কুরআনের উন্নত তফসীর) এবং কুরআন করীমের আয়াত ও নিজেদের দিব্য জ্ঞান, গবেষণা, কাশফ, রুইয়া ও ইলহাম হইতে যে সকল পুস্তক লিখিয়াছেন, উহাতে পরিস্কার ভাবে বলিয়াছেন যে, এই উম্মতের উপর এমন এক সময় আসিবে যে, উহার পূর্বে মানবজাতি এরূপ কখনও দেখে নাই। সে এমন এক যামানা হইবে যে শয়তানী শক্তি মানব শক্তির উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়া বসিবে। এই প্রাধান্য এরূপ অধিক হইবে যে, উহার পূর্বে দুনিয়ায় সেরূপ কখনও হয় নাই।

হাদিসে বর্ণিত আছে যে শয়তানী শক্তি সমূহ আপন কারাগার হইতে বাহির হইবে এবং দাজ্জালের ফেৎনা সমস্ত দুনিয়া ছাইয়া যাইবে। ঐ হাদিস সমুহের মধ্যে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, মানবীয় শক্তি যাহা রূহানী শক্তির মূল ভিত্তি, উহা পৃথিবী হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া হইবে। সুতরাং বর্তমান সময়ে রূহানী শক্তির প্রশ্নই উঠেনা, যেহেতু মানুষ প্রথমে চরিত্রবান হয় এবং পরে তাহার রুহানী মানুষ হওয়ার প্রশ্ন উঠে। অতএব খোদাতায়ালা হইতে দুরে সরিয়া যাওয়ায় এইযুগ নাস্তিকতা, অনাচার ও ব্যাভিচারে এরূপ ভীষণ আকার ধারণ করার কথা যে, রছুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলিয়াছেন, "হে উম্মতে মোহাম্মদীয়া ! তোমাদের এরূপ অবস্থা হইবে যে তোমরা পার্থিব শক্তির দ্বারা এই সকল দাজ্জালী শক্তির মোকাবেলা করিতে পারিবে না।

অতএব পার্থিব শক্তির দ্বারা যখন দাজ্জালী শক্তির মোকাবেলা করা অসম্ভব, অপর পক্ষে যখন দাজ্জালী শক্তি ইসলামের নিকট পরাজিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী, তখন ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী এবং বুদ্ধির দিক দিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, আল্লাহতায়ালা এই জামানায় কোন রূহানী পরিকল্পনা সৃষ্টি করিবেন, যদ্বারা উহা পরাভূত হইবে।

এই যুগের সম্বন্ধে ইহাও বলা হইয়াছিল যে, সৃষ্টির আদিকাল হইতে কেয়ামত পর্যন্ত শয়তানী শক্তির সহিত ইবাদুর রহমানের যে সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে, এই সেলসেলার শেষ যুদ্ধ যাহার পর ইসলামের শক্তি শয়তানী শক্তিকে পরাভূত করিবে, উহা এই মাহ্দীর যুগে ঘটিবে। আখেরী জামানার যে লক্ষণ সমূহ কুরআন করীমে বর্ণিত হইয়াছে এবং আখেরী জামানার যে লক্ষণ সমূহ রছুলুল্লাহ্ (সাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন এবং আখেরী জামানার লক্ষণ সমূহ উম্মতের সোলাহা বর্ণনা করিয়াছেন, সেগুলি সংখ্যায় বহু। আমরা যখন এই লক্ষণ সমূহের প্রতি মনযোগ সহকারে দৃষ্টিপাত করি, যাহার উল্লেখ কুরআন করীমে ও রসুল করীম (সাঃ)-এর ইরশাদ সমূহ এবং সোলাহায়ে উম্মতের

উক্তি সমূহের মধ্যে পাওয়া যায়, তখন ঐতিহাসিকভাবে আমরা দেখিতে পাই যে, উহাদের জাহের হওয়ার যামানা ত্রয়োদশ শতাব্দী হিজরীর প্রথম হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অতঃপর এই আঁধার, শয়তানী শক্তি, দাজ্জালী অন্ধকার, যুগের অগ্রগতির সহিত বাড়িয়া চলিতে থাকে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে তাহাদের আক্রমণ এরূপ প্রচণ্ড ও ভীষণ আকারের ছিল এবং হযরত মোহাম্মাদ (সঃ)-এর ন্যায় পবিত্র ও মহান অস্তিত্বের এবং ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধে কুরআন করীমের ন্যায় মহান গ্রন্থের বিরুদ্ধে, মানবতার চারিত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে, এই শক্তির আক্রমণ এত প্রচণ্ড ছিল যে, মানুষ অবাক হইয়া যায়। দাজ্জালী শক্তির এই আক্রমণ এরূপ ভয়ংকর ছিল যে আক্রমণকারীর লস্কর এবং ফৌজ ধারণা করিল যে, সত্যই তাহাদের আক্রমণ বড় ভয়ানক ছিল এবং ইসলামের পক্ষে প্রতিহতকারী কেহ ছিল না। সেই সময় যখন দাজ্জালী শক্তির প্রচণ্ড আক্রমণ জারি ছিল তখন উম্মতে মোহাম্মদীয়াতে সোলাহা বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা হাজার হাজার ছিল, কিন্তু তাঁহাদের মোকাম ও কাজ নিজ নিজ ক্ষুদ্রায়তনের মধ্যে সীমিত ছিল এবং তাঁহারা তাঁহাদের সীমাবদ্ধ এলাকার মধ্যে ইসলামের খেদমত করিতেন। কিন্তু শয়তানী শক্তির আক্রমণ সীমাবদ্ধ ছিল না। পরন্তু ঐ আক্রমণ প্রত্যেক সিমান্তে সক্রিয় ছিল। ইহার মোকাবেলায় সোলাহার প্রচেষ্টা ইসলামের প্রদীপকে জালাইয়া রাখার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল সত্য, কিন্তু ইসলামের সূর্যকে সারা জগতে কিরণদানের জন্য প্রোজ্জ্বল রাখার ক্ষমতা তাহাদের ছিল না এবং অন্ধকারের মেঘ সমূহকে ছিন্নভিন্ন করিবার ক্ষমতাও তাহাদের ছিল না।

আক্রমণকারীরা ইসলামের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিকর দলিল সৃষ্টি করিয়া এবং প্রচলিত বিজ্ঞানকে ইসলামের বিরুদ্ধে ভ্রান্ত পদ্ধতিতে পেশ করিয়া, সর্বপ্রকার অপব্যাখ্যা করিল এবং ভাবিল যে তাহারা সফলকাম হইয়াছে এবং ইসলাম পরাজিত হইয়াছে।

এই অবস্থা ছিল হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাবের যামানায়। উহা চরম বক্রতার ও ধোকা দিবার যুগ ছিল। রসুল করীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে চরম গালিগালাজের যুগ ছিল। ইহা সেই যুগ ছিল, যখন ইসলাম দরদী ব্যক্তিগণ দাজ্জালী শক্তির সম্মুখে মাথাবনত করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারা মাথা উঠাইয়া না কোন জবাব দিতে পারিত, না নিজেরা মুসলমান হওয়ার এলান করিতে পারিত। দুশমন ইহা ভাবিয়াছিল যে, তাহারা ইসলামকে পরাভূত করিয়া ফেলিয়াছে। ইহাই সেই যুগ ছিল, যখন হিন্দুস্থানের পাদরীগণ এই ঘোষণা করিয়াছিল যে, ঐ দিন নিকটবর্ত্তী, যখন হিন্দুস্তানে একটি মুসলমানও দৃষ্ট হইবে না। পাদরীরা এই দাবীও করিয়াছিল যে আফ্রিকা আমাদের ঝুলির মধ্যে আসিয়াছে, পাদরীরা এই বড়াইও করিয়াছিল যে, আমরা মুশ্লিম রাষ্ট্র সমূহকে পরাজিত

করিয়া ঈসা মসিহের পতাকাকে কাবাগৃহের উপর উড়াইব। এগুলি সেই সকল ঘোষণা ছিল, যাহা এই কালের পাদরীগণ বাহ্যিক সাফল্যের নেশায় করিয়াছিল। ইসলামের পক্ষ হইতে কোন আলেম ও শিক্ষিত ব্যক্তি তাহাদের সহিত মোকাবিলা করিতে খাড়া হয় নাই। তখন আল্লাহ্‌তায়ালার মহব্বতে বিলীন এবং রসুলে করীম (সাঃ)-এর মহব্বতে বিভোর এক ব্যক্তিকে ইসলামের পুনঃজ্জীবনের জন্য অভ্যুত্থিত করিলেন। তাঁহার নাম আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষ হইতে মহিহ্ রাখা হইয়াছে। তাঁহার নাম মোহাম্মাদ, মনসুর, মাহমুদ, মাহ্‌দী ইত্যাদিও রাখা হইয়াছে। সেই মসিহ্ ও মাহদী মানব জাতির মঙ্গলার্থে এবং কোরআন করীমের মাহাত্মকে জগতের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং রসুল করীম (সাঃ) এর প্রতি মহব্বতকে জগদ্বাসীর অন্তরে মজবুত ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য খাড়া করিয়াছেন। তিনি সমস্ত জগতের ধন সম্পদ সমগ্র জগতের শক্তি, সমগ্র জগতের জাকজমক, সমগ্র জগতের শৌর্য-বীর্য এবং ইসলামের দুনিয়া-জোড়া শত্রুর শয়তানী শক্তি সমুহকে মোকাবেলার আহ্বান করেন এবং বলেন যে, তোমরা দুনিয়ার ধন-ঐশ্বর্যের ফলে, পার্থিব পদ মর্যাদার ও গৌরবের কারণে ও রাষ্ট্র-শক্তির বলে এবং অস্ত্র-শস্ত্রের অধিকারে, যাহা বৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈরী করিয়াছ এরূপ অহঙ্কার ও গরিমায় মত্ত হইয়াছে যে, তোমাদের আধ্যাত্মিক চক্ষু বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তোমরা ইসলামের সত্যতার উজ্জ্বল জ্যোতিকে অস্বীকার করিতেছ, যাহা মধ্য গগনে আলো দান করিতেছে। তোমরা স্মরণ রাখিও! জানিয়া রাখ যে, এখন ইসলামের শির উন্নত ও রসুল করীম (সাঃ)-এর মাহাত্মকে জগতের বুকে কায়েম করার খেদমতে আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করিয়াছেন। এখন তোমরা আপন অন্তর হইতে একথা মুছিয়া ফেল যে, ইসলামের পক্ষ হইতে আত্মরক্ষা করিবার কেহ নাই। তোমরা সকলে মিলিত হইয়া এই রুহানী ময়দানে আমার সহিত মোকাবিলা করিয়া দেখ। আমার খোদা যিনি সারা বিশ্বের মালিক এবং যিনি আমাকে তাঁহার অশেষ সাহায্য ও সহায়তার প্রতিশ্রুতিতে ভূষিত করিয়াছেন, তিনি জানাইয়াছেন যে আমার দ্বারা তোমাদের সকল প্রয়াসকে ব্যর্থ করিয়া দিবেন এবং আমার দ্বারা সমগ্র জগতে রসুল করীম (সাঃ)-এর রুহানী হুকুমত ও ইসলামের প্রাধান্যকে কায়েম করিবেন।

উম্মতে মোহাম্মাদীয়ার পুণ্যাত্মাগণ হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-কে মাহদী, মসীহ, মাহমুদ এবং মনসুরও বলিয়াছেন এবং স্বয়ং মসিহ্ মওউদ (আঃ) আল্লাহ্‌তায়ালার দ্বারা প্রেরিত হওয়ার পর বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে তাঁহার যে মহাগুরুভার কাজের জন্য প্রেরিত করিয়াছেন; আমি তাঁহার সাহায্য ও সহায়তায় এই দায়িত্বপূর্ণ কাজে সফলতা অর্জন করিয়াছি।

(ক্রমশঃ)

তোহফাতুন নদওয়া

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ, মসিহ ও মাহদী (আঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৩)

আমি যে দশ সহস্র নিদর্শনের কথা উল্লেখ করিয়াছি, উহা কম করিয়াই বলিয়াছি। পরন্ত আমার প্রাণের যিনি মালিক, তাঁহার নামে শপথ করিয়া আমি বলিতেছি যে, সহস্র দিস্তার এক বিরাট পুস্তকে যদ্যপি আমি আপন সত্যতার প্রমাণ লিখা শেষ হইবে না। আল্লাহ্তায়ালা পবিত্র গ্রন্থে বলিয়াছেন :

"ওরা ইন্ ইয়াকো কাযেবান ফা আলাইহে কিয্বুহু ওয়া ইনয়াকো সাদেকান ইউসেব কুম বা'যুল্লাযী ইয়ায়েদোকুম ; ইন্নাল্লাহা লা ইয়াহ্দি মান হুয়া মুসরেফুন কাজ্জাব।"

অর্থাৎ—এই ব্যক্তি যদি মিথ্যাবাদী হয় তাহা হইলে সে দেখিতে দেখিতে ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং তাহার মিথ্যাই তাহাকে বিনষ্ট করিরা ফেলিবে। কিন্তু যদি সে সত্যবাদী হয় তাহা হইলে তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ তাহার ভবিষ্যদ্বানীর নিদর্শন হইয়া যাইবে এবং দেখিতে দেখিতে তাহায় সম্মুখে এ মরজগত হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিবে। আল্লার বাণীর এই সূত্র অবলম্বনে আমার পরীক্ষা কর এবং আমার দাবী যাচাই করিয়া দেখ। ইহা কি সত্য নহে যে মৌলবী সাহেবগণ আমার বিনাশ পরিকল্পনার চেষ্টার বিন্দুমাত্র ক্রটি করে নাই? আমার বিরুদ্ধে কুফরনামা প্রস্তুত করাইতে করাইতে তাহাদের পায়ের তলা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমার নিন্দাবাদ প্রচারে তাহারা দুমুখতায় শিয়াগণকেও হার মানাইয়াছে এবং আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা খুনের অভিযোগ আনিয়া এবং কয়েকবার ফৌজদারী নালিশ দায়ের করিয়া তাহারা আমাকে আদালত পর্যন্ত টানিয়া লইয়া গিয়াছে। আবার যাহারা আমাকে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগের উপর এরূপ অত্যাচার করা হইয়াছে যে, সে লাঞ্ছনা গঞ্জনা উৎপীড়নের তুলনা মক্কায় অবস্থান কালীন সাহাবীগণের জীবনী ব্যতিরেকে আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। আমার সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট ভিন্ন দেশীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহাকে কাহাকেও সেই সব দেশে হত্যা করা হইয়াছে। ফলতঃ ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না যে, আমার নিকট আগমন বন্ধ করিবার নিমিত্ত আপ্রাণ চেষ্টা চলিয়াছে। ইহাতে চেষ্টার বিন্দুমাত্র ক্রটি পরিলক্ষিত হয় নাই। (ক্রমশঃ)

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার

৫১তম সালানা জলসা উদযাপিত

বাংলাদেশ আঞ্জুমনে আহমদীয়ার ৫১তম সালানা জলসা বিগত ৬ই ও ৭ই এপ্রিল তারিখে ৪নং বক্শী বাজার রোড, ঢাকাস্থ আহ্মদীয়া মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইয়াছে আলহামদুলিল্লাহ্।

আল্লার অফুরন্ত অনুগ্রহে এবারকার জলসা অতীতের তুলনায় অবর্ণনীয় সফলতার সহিত উদযাপিত হয়। এই জলসায় শুরু হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত প্রত্যেকটি অধিবেশন ইহাই প্রমাণ করিয়াছে যে আহ্মদীয়া জামাত এক জীবন্ত জামাত, আল্লাহ্র জা-াত।

জলসা শুরু হইবার পক্ষকাল পূর্ব হইতে প্রবল ঝটিকা সহ মুষলধারে বারিপাত হইতে-ছিল। সর্বক্ষণ ধরিয়া সমগ্র জগণ মণ্ডল ছিল মেঘাচ্ছান্ন। অন্যদিকে আমরাও একান্ত বিনীত ভাবে আল্লাহ্র কাছে দোয়ায় মগ্ন রইলাম। আল্লাহ্র কি অলৌকিক নিদর্শন, জলসার পূর্ব দিন অর্থাৎ ৫ই এপ্রিল হইতে ৯ই এপ্রিল পর্যন্ত আকাশ ছিল সম্পূর্ণ পরিস্কার। এক ফোঁটা বর্ষাও পড়ে নাই। জলসার দিন আয়ো-জন চলিল, মেহমানগণ দূর দূরান্ত হইতে জলসাগাহে উপস্থিত হইতে লাগিল। জলসার পূর্ব রাত্রি প্রচণ্ড ঝটিকা সহ অসংখ্য মেঘ বিক্ষিপ্তভাবে আকাশে ছুটাছুটি করিতেছিল তারপর জলসা শুরু হওয়ার পর উহাদের আর কোন নিশানই ছিল না। আলহামদুলিল্লাহ্। আবার জলসা শেষ হইতেই না হইতেই প্রায় প্রতিদিন বর্ষা চলে।

আল্লাহ্তায়ালার ফযলে জলসার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সহজলভ্য হয়। এ বিষয়ে কয়েক ভ্রাতা বিশেষ সাহায্য করেন। আল্লাহ্তায়ালা তাঁহাদিগকে উত্তম পুরস্কার দিন।

অনেক বন্ধু তাঁহাদের সন্তান-সন্ততির নামে আকীকার গরু ও ছাগল দান করিয়াছিলেন। কেহ কেহ চাউলও দিয়াছিলেন। এবার অনেক বন্ধু জলসার কাজের জন্য উদার অন্তকরণে চাঁদা দেন যাহার ফলে জিনিষ পত্রের দাম বেশী হওয়া স্বত্বেও জলসা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে কোন প্রকার অসুবিধা ঘটে নাই। ইহা আল্লাহ্তায়ালার খাস ফজল। জনাব মোহাম্মাদ ইয়ামিন সাহেব, জনাব হাবিবুর রহমান (তেঁজগায়ের ফল বিক্রেতা), জনাব সালাহ্ উদ্দিন

(উপরে) মোহ্তরম আমীর সাহেব, বাঃ আঃ আঃ ভাষণ দিতেছেন।
(নীচে) জলসায় উপস্থিত ধ্যানমগ্ন সুধীবৃন্দের এক ঈমানবর্দ্ধক দৃশ্য।

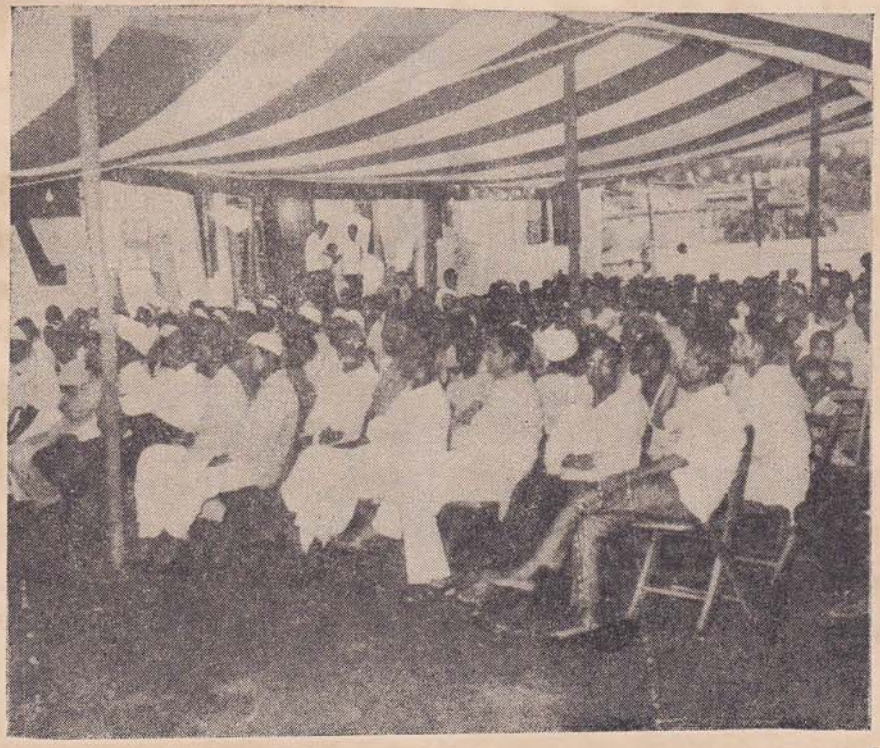

প্রমুখ ব্যক্তিরা প্রত্যেকেই এবারের জলসায় দুই হাজার টাকা করিয়া চাঁদা দান করেন। ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব ১০০০ টাকা দান করেন।

এবারের জলসা সাজ-সজ্জা, মঞ্চ নির্মাণ, আলোক সজ্জা, মাইকের বন্দোবস্ত প্রসংশনীয় ছিল। এই সমস্ত কার্য পরিচালনা করেন মরহুম কমরুদ্দিন সাহেবের পুত্র জনাব নুর উদ্দিন সাহেব। তাঁর চেষ্টায় এবারের জলসার বিজ্ঞাপন বিভিন্ন ইংরেজী, বাংলা পত্রিকা সমূহে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। চট্টগ্রামের আহ্‌মদী ভাই জনাব বদরুদ্দীন স্বেচ্ছাকৃতভাবে জলসার খাদ্যপাকের কার্য অতীব কৃতিত্বের সাথে সুসংপন্ন করেন। মেহমানদের আগমনের সময় হইতে শুরু করিয়া শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ ৪/৪/৭৪ হইতে ৯/৪/৭৪ তারিখ পর্যন্ত তিনি এই কাজে দিবারাত্র পরিশ্রম করেন। বিভিন্ন জামাতের খোদ্দামগণ যথেষ্ট মেহনত সহকারে মেহমানদিগের খানা পরিবেশন করেন। সদর মুরুব্বী জনাব আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদের সহযোগিতায় কতিপয় খোদ্দাম লইয়া নায়েব সদর জনাব খলিলুর রহমান সাহেব আহ্‌মদীয়া জামাত, উহার দাবী, মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সত্যতা ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ে চৌত্রিশটি চার্ট তৈয়ার করিয়া প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। শত শত দর্শক ঘুরিয়া ঘুরিয়া উহা দেখেন, পাঠ করেন এবং প্রসংশা করেন। আহ্‌মদী বন্ধুরাও উহা হইতে প্রচুর জ্ঞান লাভ করেন। এ বছর যাতায়াতে নিরাপত্তার অসুবিধার জন্য মহিলাদের অধিবেশন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইহা সত্বেও জলসার সময় দেখা গেল যে, জলসা প্রাঙ্গণে পুরুষদের সমাগম এত অধিক হইয়াছিল যে, আঞ্জুমনে তিল ধরিবার জায়গা বাকী ছিল না। ফলে এ কথা বলিতে সবাই বাধ্য হয় যে, এ বছর মহিলারা জলসায় আসিলে না জানি কতই অসুবিধায় পড়িতে হইত। অতীতে জলসায় সর্বাধিক ১২০০ শত পর্যন্ত মেহমানের আগমন হইত। কিন্তু এ বছর আল্লাহ্‌তায়ালার ফযলে ১৭০০ শত মেহমান এই জলসায় যোগদান করেন।

দুই দিন জলসার প্রত্যেক দিনেই দুইটি করিয়া অধিবেশন বসিয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে সকলেই জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দান করেন।

জলসার আলোচ্য সূচী ছিল ঃ

(১) আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব। (২) মানব দরদী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)। (৩) শেষ যুগের প্রতিশ্রুত মাহদী (আঃ)। (৪) রসুল প্রেমে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)। (৫) হযরত খলিফাতুল মাসিহ আউয়াল (রাঃ)-এর জীবনাদর্শ। (৬) বিশ্বব্যাপী আহমদীয়াত। (৭) তাহরীকে জদীদ। (৮) শত বার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী।

(৯) তরবিয়তে আওলাদ। (১০) মালী কুরবানী। (১২) আহমদীয়াতের ভবিষ্যৎ (১৩) পবিত্র কুরআনের সৌন্দর্য ও মহত্ব ইত্যাদি।

জলসার সাধারণ চারিটি এজলাস ছাড়া ৬ই এপ্রিল রাত্রে একটি বিশেষ তরবিয়তী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ৮ই এপ্রিল তারিখে বাংলাদেশ মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রথম কায়েদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উহা সকাল হইতে শুরু করিয়া অপরাহ্ন পর্যন্ত চলে এবং জোহরের নামাযের পর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত মুরব্বী ও মোয়াল্লেমদের আরও একটি অধিবেশন বসে। এই সকল অধিবেশনে জামাতের চলতি কার্যাবলী ছাড়া মোকামে খিলাফত ও নিজামে খিলাফতের উপর বক্তৃতা হয়।

হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) বিগত সালানা জলসায় রাবওয়াতে যে উদ্বোধনী বক্তৃতা দিয়াছিলেন, সেই বক্তৃতা পাঠের মাধ্যমে মোহতরম আমীর সাহেব ৬।৪।৭৪ তারিখে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসার উদ্বোধন করেন এবং অন্যূন ৩০০০ হাজার শ্রোতার সামনে হুজুরের শত বার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী প্রোগ্রামের ঘোষণার মধ্য দিয়া ৭।৪।৭৪ তারিখে জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। জনগণ তন্ময়ভাবে উহা শ্রবণ করেন।

এই জলসায় যাহারা বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা হইলেন—

(১) মোহতারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর (বাঃ আঃ আঃ) (২) জনাব গোলাম আহমদ খান (৩) জনাব আলী কাসেম খান চৌধুরী (আনছার) (৪) জনাব সালাহ উদ্দীন খোন্দকার (৫) জনাব আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী (৬) জনাব মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ (সদর মুরুব্বী) (৭) জনাব বি, এ, এম, আব্দুস সাত্তার (৮) জনাব বদরুদ্দিন আহমদ (এ্যাডভোকেট) (৯) জনাব মতিয়র রহমান (১০) জনাব মৌঃ মহিবুল্লাহ (সদর মুরুব্বী) (১১) জনাব মৌলবী সলিমুল্লাহ (সদর মোয়াল্লেম) (১২) জনাব শাহ মুস্তাফীজুর রহমান (১৩) জনাব খলিলুর রহমান (নায়েব সদর মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া) (১৪) জনাব মকবুল আহমদ খান আমীর ঢাকা জামাত (১৫) জনাব ওবায়দুর রহমান ভুইয়া, জেঃ সেক্রেটারী বাঃ আঃ আঃ।

পরবর্ত্তী দিনের অধিবেশনে জনাব আলী কাসেম খান চৌধুরী সাহেব খেলাফতও নেজামের আনুগত্যের উপরে এক সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। জনাব চৌধুরী সাহেব তাঁহার বক্তৃতায় কুরআন, হাদিস ও মসিহ মওউদ (আঃ)-এর উক্তির উদ্ধৃতি দিয়া বলেন, যাঁহারা খিলাফত ও নেজামের বিরুদ্ধাচারণ করিবে তাহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ হযরত খলিফাতুল মসিহ আওয়াল (রাঃ)-এর জীবনাদর্শের

উপর বক্তৃতা করেন এবং এই প্রসংগে মওলানা মোহাম্মাদ আলী এবং তাঁহার সঙ্গীদের খেলাফত বিরোধী কার্য কলাপের বর্ণনা দেন এবং শেষ পর্যন্ত প্রথম খলিফা কিভাবে উহার মোকাবিলা করেন, তাহা বর্ণনা করেন। বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার আমীর মোহতরম মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব তাঁহার সমাপ্তি ভাষণে বলেন যে, আমরা আধ্যাত্মিক পরিচালক এবং প্রিয় খলিফার সান্নিধ্য হইতে প্রায়-বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছি। সহসা জামাতের জরুরী বিষয়াদিতে শীঘ্র হেদায়েত পাইবার সুবিধা নাই। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌-তায়ালার পাক জামাতের একাংশের পরিচালনের দায়িত্ব ভার তাঁহার উপর ন্যাস্ত হইয়াছে। সে জন্য তিনি স্বয়ং খোদার নিকট সদা দোয়া করিয়া থাকেন যেন তাঁহার দ্বারা জামাতের কোন ক্ষতি-কর কাজ না হয় এবং তিনি জামাতকেও অনুরোধ করেন যে, তাঁহারাও যেন তাঁহাকে আল্লাহতায়ালার নিকট দোওয়ার দ্বারা সাহায্য করেন। তিনি আরও বলেন যে, তিনি প্রত্যেক আহমদীকে ভালবাসেন এবং তাঁহাদের জন্য সদা দোওয়া করিয়া থাকেন। কিন্তু কর্তব্যের জন্য কোন কোন সময়ে তাঁহাকে শক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয় এবং এই ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা প্রিয় খোদা এবং তাঁহার সিলসিলার কল্যাণের জন্য করিতে হয়। ইহা না করিলে জামাত ক্ষতিগ্রস্থ হইবে। সুতরাং কেহ যেন তাঁহাকে বুঝিতে ভুল না করেন এবং সর্বদা সকলে একতাবদ্ধ থাকিয়া নেযামকে মজবুত রাখেন। ইহাতেই আমাদের জামাতের ও দেশের কল্যাণ রহিয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে মানবজাতির জন্য আদর্শ ও শিক্ষক রূপে অভ্যুত্থিত করিয়াছেন। আমরা সংখ্যায় হাজার হই, বা লক্ষ, অথবা কোটী, আমরা যেন প্রেমের অচ্ছেদ্য বাঁধনে আবদ্ধ হইয়া এক প্রাণ ও এক দেহবৎ কাজ করিয়া যাইতে পারি। উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের উপর জনাব আমীর সাহেবের বক্তৃতার গভীর আসর পরিলক্ষিত হয় এবং দোয়ার সময় অনেকে কাঁদিয়া ফেলেন।

জনাব কাজী খলিলুর রহমান খাদিম সাহেব, যিনি আহমদীয়াতের স্বার্থে অনেক কুরবানী করার পর সুদীর্ঘ নয় বছর যাবৎ জামাত হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন, তিনি জলসায় যোগদান করেন এবং জলসার সমাপ্তি অধি-বেশনে এতই অভিভূত হইয়া পড়িয়া ছিলেন যে নেযামে খিলাফতের বয়াত গ্রহণের জন্য সামনে আগাইয়া আসেন। তিনি তাঁহার অতীত কার্যাবলীর জন্য মাগফেরাত কামনা করেন এবং এই উদ্দেশ্যে সকলকে আল্লার দরগায় দোয়ার অনুরোধ জানান, যেন তাঁহার অবশিষ্ট দিনগুলি ঈমান ও আল্লাহ্‌তায়ালার সিলসিলার খেদমতে অতিবাহিত করিতে পারেন। এই জলসায় এক জন বৃদ্ধ এবং তিন জন যুবক বয়েত গ্রহণ করেন। সর্ব শেষে সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি সমগ্র বিশ্বের রব।

★

ডঃ আঃ সামাদ খান চৌঃ নায়েব আমীর, বাঃ আঃ আঃ বক্তৃতা প্রধান করিতেছেন।

জলসায় এজতেমায়ী দোয়ার এক অপূর্ব দৃশ্য।

আহমদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত

বয়াত (দিক্ষা) গ্রহনের দশ শর্ত্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশিবাদিতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিব। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে, বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহর সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফায়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে!

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কোরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করিম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রান, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহতায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস্‌ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ঠ হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

(এশতেহার তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

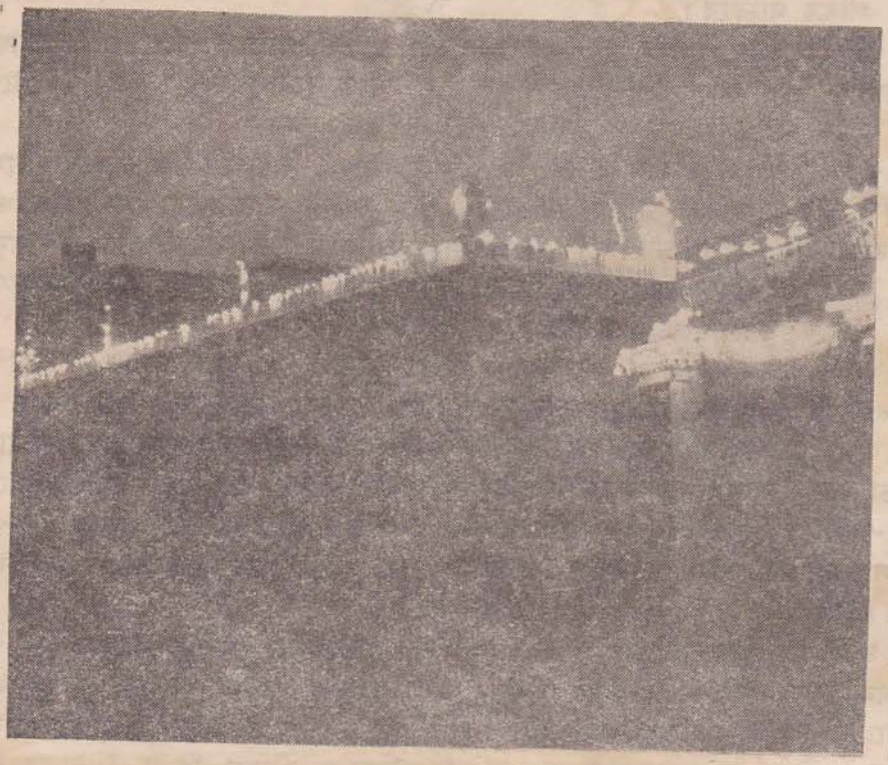

বাংলাদেশ আঞ্জুমনে আহমদীয়ার ৫১তম সালানা জলসার ঈদে মীলাদুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষে দারুত তবলীগ গেট ও মসজিদে আলোক সজ্জার একটি দৃশ্য।

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : *A. H. Muhammad Ali Anwar.*